যুগান্তর

তারিখ 08 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

কারমাইকেলে শিবিরের কাণ্ড

রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইসলামী ছাত্রশিবির কর্মীরা যেই তাণ্ডব চালাইয়াছে, উহার নি ভাষা নাই। উপদেষ্টা পরিষদ রংপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যেই সিদ্ধান্ত লইয় উহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাহারা পুলিশের সহিত সংঘর্ষ, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ, নি ভাংচুর ইত্যাদিতে লিপ্ত হইল কেন বোধগম্য নহে। কলেজ অধ্যক্ষ এবং একজন শিক্ষকের বাসভবনে হামলার যেই বিবরণ সংবাদপত্রে আসিয়াছে, উহা অচিন্তনীয়। কারমাইকেল কলে শিক্ষকরা হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করিয়াছেন। যেই কোন বিবেকবান মানুষ উহা সমর্থন করিবেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসিবার পর পুলিশ শিবির-নিয়ন্ত্রিত একটি ছাত্রাবাস হইতে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে আটক করিয়াছে। তাহাদের সকলেই ঐ ঘটনায় জড়িত নাও থাকিতে পা আটকদের মধ্য হইতে অপরাধীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কারমাইকেলে যেই ঘটনা ঘটিয়াছে— ঐখানকার ছাত্রশিবিরকেই উহার দায় লইতে হইবে। ঘটনার বিবরণে স্প বিচ্ছিন্ন কোন গ্রুপ ঐ তাণ্ডব সৃষ্টি করে নাই। তাহা হইলে উহা এত ছড়াইয়া পড়িত না; ঘট সহজে নিয়ন্ত্রণও করা যাইত। শিবিরের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এত ভীতিকর পরিস্থিতির সৃ যে, ঐদিনই কলেজ বন্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগও করিতে হইয়াছে। ইহাতে পড়ালেখার যেই ক্ষতি এবং ভোগান্তি হইবে, উহার জন্যও সকলে ঐ ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করিবে। কারমাইকেল কলেজের বাহিরে গড়িয়া উঠা বিভিন্ন মেসে শিবির কর্মীরা এখনও অবস্থান করিতেছে বলিয়া খবর রহিয়াছে। পুলিশ যেন সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লয়। ছাত্রছাত্রীরা হল ছাড়িয়া গেলেও শিক্ষকরা ক্যাম্পাসেই অবস্থান করিতেছেন। অধ্যক্ষসহ দুই শিক্ষকের বাসভবনে হামলার ঘটনায় অন্য শিক্ষকরাও আতংকিত থাকিবেন। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা জোরদার করিয়া পুলিশকেই শিক্ষকদের পরিবারে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ঐদিনের ঘটনায় মনে হই পারে, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর ভূমিকা লয় নাই বা দ্বিধা করিয়াছে। ক্যাম্পাস পরিস্থি মোকাবেলায় পুলিশের সমস্যাও স্বীকার্য। কঠোর ভূমিকা লইলে তাহাদের সমালোচনাও কম না। রংপুর পুলিশ হয়তো বুঝিয়া উঠিতেও পারে নাই জরুরি অবস্থার মধ্যে 'আন্দোলনকারীর পরিস্থিতির এতটা অবনতি ঘটাইবে। শিবির কর্মীদের দাবি— নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করিয়া কারমাইকেল কলেজকেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করিতে হইবে। কলেজটির সাধারণ ছাত্রছাত্রীও এইরূপ দাবির সহিত রহিয়াছে বুঝাইতে তাহারা নাকি ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস হইতে বাহির করিয়া মিছিলে যাইতে বাধ্য করে। এই জবরদস্তি অবশ্য নূতন নহে। যেই ক্যাম্পাস বা হল যেই ছাত্র সংগঠনের দখলে থাকে, তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকে অন্যদের উপর। আলাদা করিয়া ছাত্র শিবিরকে দায়ী করা যাইবে না। জঙ্গি মিছিল লইয়া তাহারা জেল প্রশাসকের কার্যালয়ে যাইবারও প্রয়াস লইয়াছিল। জরুরি অবস্থাধীনে গোলযোগ সৃষ্টির জন্যই উহা করা হইয়াছিল কিনা কে জানে। গোটা বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কলেজ কর্তৃপক্ষকেও ঘটনা তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। ঐদিনের ঘটনায় একশ্রেণীর শিক্ষকের ইন্ধ থাকিবার অভিযোগও উঠিয়াছে। শিক্ষকদের বাসভবনে হামলার সহিত উহার সম্পর্ক থাকিতে পারে। একজন আক্রান্ত শিক্ষক বলিয়াছেন, উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবির সহিত তাহার বাসভবনে হামলার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। উপযুক্ত তদন্ত হইলেই বা হইয়া আসিবে, কেন শিক্ষকরাও শিবিরের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। রংপুরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করা তো অপরাধ হইতে পারে না। কারমাইকেলে আধিপ বিস্তার করিয়া থাকা ছাত্র সংগঠনটি নাখোশ হইলেও দেশের মানুষ কিন্তু উহাতে খুশি হইয়াছে স্থানীয় প্রশাসনের উচিত হইবে ঐ কলেজে অরাজকতা সৃষ্টিকারী শিবির কর্মীদের চিহ্নিত করি উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। আর সরকারের কাজ হইল উপদেষ্টা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া যাওয়া। ঐতিহ্যবাহী রংপুর কারমাইকেল কলেজের সার্বিক উন্নয়ন তথা শিক্ষার মান বৃদ্ধির পদক্ষেপও লইতে হইবে।